أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

… . . .যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন।
যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।
আল্লাহ পরাক্রান্ত, **প্রতিশোধ** গ্রহণে সক্ষম। (সুরা মায়ি’দা ৫:৯৫)

Understand Surah Fatiha to Understand IT’s Importance

1

Sura (সূরা)	Al - Fatihah (আল্-ফাতিহাহ্)
# Sura (সূরা নং)	1
Descent (অবতীর্ণ)	Makki
# Ayat / verses No. (আয়াত সংখ্যা)	1 - 7
# Word No. (শব্দ সংখ্যা)	29 (With Repeated Words) 25 (Without Repeated Words)
# Juz (পারা নং)	1
# Ruku (রুকু)	1

সূরা আল-ফাতিহা

আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত (সূরা ফাতিহা) যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন। ১৫:৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

এটি একটি প্রার্থনা বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট কুরআন হলো তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব, যার মধ্যে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

আলচ্য সূচীঃ

- প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বলাতে এর গুরুত্ব
- নামকরন ও নাযীলের সময়কাল
- ইস্তিয়াজা
- তাসমিয়াহ
- সুরা–ফাতিহায় আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক
- সুরা–ফাতিহার তত্ত্বগত শিক্ষা
- আমিন

সুরা ফাতিহার প্রাথমিক শিক্ষা

বিষয়বস্তু	কুরআন মাজীদের আদেশসমূহ
আরম্ভ	আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সকল কাজ আরম্ভ করতে হবে।
প্রশংসা	শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে।
‘ইবাদাত	একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ‘ইবাদাত করতে হবে।
সাহায্য প্রার্থনা	একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।
হিদায়াত	সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট হিদায়াত কামনা করতে হবে।
সঠিক পথ	আল্লাহ্‌র নিয়ামাতপ্রাপ্তদের সঠিক পথ কামনা করতে হবে।
ভ্রান্তপথ	অভিশপ্ত (ইয়াহুদি) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)-দের ভ্রান্তপথ অগ্রাহ্য করতে হবে।

সূরা-ই-ফাতিহার ফযীলত ও মাহাত্ম্যঃ

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। নামায শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ এতক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?' আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি নামাযে ছিলাম।' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কি তুমি শুননি?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সঃ) ডাকে সাড়া দাও যখন তাঁরা তোমাদেরকে আহ্বান করেন।' (৮ঃ ২৪) জেনে রেখো, মসজিদ হতে যাবার পূর্বেই আমি তোমাদেরকেই বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মসজিদ হতে চলে যাবার ইচ্ছে করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ 'ঐ সূরাটি হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটাই সাবআ' মাসানী এবং এটাই কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী শরীফ, সুনান-ই আবি দাউদ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকেদী (রঃ) এই ঘটনাটি হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) বলে বর্ণনা করেছেন। মুআত্তা-ই-ইমাম মালিকে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে ডাক দিলেন। তিনি নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেনঃ তিনি (নবী সঃ) স্বীয় হাতখানা আমার হাতের উপর রাখলেন। মসজিদ হতে বের হতে হতেই বললেনঃ 'আমি চাচ্ছি যে, মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে এমন একটি সূরার কথা বলবো যার মত সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে নেই'। এখন আমি এই আশায় আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম-'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেই সূরাটি কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ নামাযের প্রারম্ভে তোমরা কি পাঠ কর?' আমি বললাম- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তিনি বললেনঃ 'এই সূরা সেটি। সাবআ' মাসানী এবং কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে তাও এই সূরাই বটে।'

সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই নাসাঈর মধ্যে হাদীস আছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে বসেছিলেন, এমন সময়ে উপর হতে এক বিকট শব্দ আসলো। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতিপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতিপূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। তা হলো সূরা-ই-ফাতিহা ও সূরা-ই- বাকারার শেষ আয়াতগুলো। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।'' এটা সুনান-ই-নাসাঈর শব্দ। সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে উম্মুল কুরআন পড়লো না তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ পূর্ণ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ 'আমরা যদি ইমামের পিছনে থাকি তা হলে? তিনি বললেনঃ 'তাহলেও চুপে চুপে পড়ে নিও।

“ Different Names ” Of Surah “Al-Fatihah ”		
1.	ফাতিহাতুল – কিতাব (The Opening Of Book)	কুর'আনের উপক্রমণিকা / আরম্ভ / ভূমিকা / সূচনা
2.	উম্মুল কিতাব (The Mother Of the Book)	তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে থেকে জানা যায়
3.	উম্মুল কুর'আন (The Mother Of the Qur'an)	
4.	সাব-উল-মাসানী (বার বার পঠিত ৭ আয়াত)	
5.	কুর'আনে আযীম (The Great Qur'an)	
6.	সূরা - ই – সালাত (The Prayer)	
7.	সূরাতুল হামদ / (প্রশংসা)	
8.	সূরাতুশ শিফা / The Healing - (নিরাময়কারী)	কুরতুবী
9.	সূরাতুর-রকিয়্যাহ (The Cure) / (পড়ে ফুঁ দেয়ার সূরা / বিষ ক্রিয়ায় আরোগ্য দানকারী)	আবু সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে।
10.	আসাসুল কুর'আন / (The Foundation - মূল-ভিত্তি)	হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) বলতেন
11.	অ'ফিয়াহ (The Complete / fulfilment)	সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহ (রঃ) বলতেন
12.	কাফিয়াহ (The Sufficient)	ইয়াহ্ইয়া বিন কাসির (রঃ) বলতেন এর নাম কাফিয়াও বটে ।

কেন ‘উম্মুল কুরআন’?

- পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত
  - **তাওহীদ,**
  - **আহকাম ও**
  - **নছীহত**

সূরা ইখলাছে ‘তাওহীদ’ পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতিহাতে তিনটি বিষয় একত্রে থাকার কারণে তা ‘উম্মুল কুরআন’ হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।

الرَّجِيم	الشَّيْطَان	مِنَ	بِاللهِ	أَعُوذُ
বিতাড়িত , অভিশপ্ত	শয়তান	থেকে	আল্লাহ্‌র নিকট / কাছে	আমি আশ্রয় চাইছি
আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাইছি বিতাড়িত শয়তান / শয়তানের [প্ররোচনা] থেকে				

ইস্তি‘আযা’ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

আউযুবিল্লাহ পড়া হলো আল্লাহ তা‘আলার নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। عِيَاذٌ-এর অর্থ হলো অনিষ্ট দূর করা, আর لِيَاذٌ-এর অর্থ হলো মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা।

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ১৬:৯৮	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ٩٨

সুতরাং কোরআন তেলওয়াতের সময় ‘আউজুবিল্লাহ পাঠ করা আল্লাহ’র হুকুম।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে"

এর অর্থ হলো: আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাঁর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করি এ মানব শত্রু বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে,

- যাতে সে আমার ধর্মীয় বা পার্থিব কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে,
- আমি যে বিষয়ে আদিষ্ট তা সম্পাদনে সে যেন আমাকে বাধা দিতে না পারে এবং
- যা নিষিদ্ধ তার প্রতি সে যেন আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে।

আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষে শয়তানকে দূর করার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ ﴾ [الاعراف: ٢٧]

''সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।'' ৭:২৭

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরবেন তখন তা স্বলাতের মধ্যে আপনার আন্তরিক উপস্থিতি বা একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব, আপনি এ বাক্যের মর্মার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করবেন এবং অধিকাংশ লোকের ন্যায় শুধু মুখে মুখে তা ব্যক্ত করে ক্ষান্ত হবেন না।

শয়তান থেকে মুক্ত থাকার শর্তঃ

পবিত্র কুরআনে রয়েছেঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ * وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط

অর্থাৎ 'ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস কর, ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা এসে যায় তবে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' (৭ঃ ১৯৯-২০০)

অন্য এক জায়গায় বলেছেনঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ * وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ * وَ اَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ *

অর্থাৎ 'অমঙ্গলকে মঙ্গলের দ্বারা প্রতিহত কর, তারা যা কিছু বর্ণনা করছে তা আমি খুব ভালভাবে জানি। বলতে থাক–হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি হতে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' (২৩ঃ ৯৬-৯৮)

স্বলাতে কিভাবে ইস্তিয়াজা পরবেনঃ

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে আছে যে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন اَللهُ اَكْبَرُ বলে নামায আরম্ভ করতেন অতঃপর,

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

তিনবার পড়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পড়তেন। তারপর পড়তেনঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهٖ وَ نَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ

সুনান-ই-আরবার মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। هَمَزٌ শব্দের অর্থ হলো গলা টিপে ধরা, نَفَخٌ শব্দের অর্থ হলো অহংকার এবং نَفَثٌ শব্দের অর্থ হলো কবিতা পাঠ। ইবনে মাজা (রঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে প্রবেশ করেই তিনবার اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا এবং তিনবার سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا পাঠ করতেন। অতঃপর اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمَزِهٖ وَ نَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ পড়তেন।

شَيْطَان -শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরবী ভাষার অভিধানে شَيْطَان শব্দটি شَطَنٌ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো দূরত্ব। যেহেতু এই মারদুদ ও অভিশপ্ত শয়তান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি হতে দূরে রয়েছে, বরং নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে, তাই তাকে শয়তান বলা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, এটা شَاطَ হতে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং شَاطَ এর অর্থ এটাই।

আউযুবিল্লাহের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। আজে বাজে কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রূপ এর দ্বারা মহান অল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূর করা যায়। যেমন পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলির মধ্যে রয়েছে যেগুলি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا *

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব চলবে না, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বই যথেষ্ট।' (১৭ঃ ৬৫) আল্লাহ পাক ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় ফেরেশতা পাঠিয়েছেন এবং তাদের গর্ব খর্ব করেছেন। এটাও স্মরণীয় বিষয়-যে, যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শয়তানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিষ্কৃত, বিতাড়িত। মুসলমানের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলমান প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শয়তান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না বলে কুরআন কারীমের শিক্ষা হলোঃ 'তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি তাকে (শয়তানকে) দেখতে পান কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায় না।

Surah Al Fatihah

1 : 1/7

ٱلرَّحِيمِ	ٱلرَّحْمَٰنِ	ٱللَّهِ	بِسْمِ
ADJ	ADJ	PN	N P

Bismi ALLahi Alr-Rahmāni Alr-Raheemi

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে -

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

Al , i etc
Grey color
(ধূসর / ছাই রং)
= স্থান গুলোতে উচ্চারিত হবে না
/ No Pronounce
(Silent)

Word No.

- **1 / 1** ➤ بِ سْمِ – In (the) name – (নাম নিয়ে / নামে)
- **2 / 2** ➤ بِ سْمِ اللّٰه – In (the) name (of) Allah – (আল্লাহর নাম নিয়ে)
- **3 / 3** ➤ الرَّحْمٰن – the Most Gracious, – (পরম দয়ালু / অতীব মেহেরবান)
- **4 / 4** ➤ الرَّحِيم – the Most Merciful – (অতি / অতিশয় করুণাময়)

Yellow digit = denotes = Total No. Of Word in One Sura
White digit = denotes = Total No. of Word from Sura (1 to 114)

(بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)

যখন আপনি মনে করবেন যে,

- আপনার যেকোন কাজ কেবল আল্লাহরই সাহায্য নিয়ে শুরু হচ্ছে,
- স্বীয় শক্তি সামর্থের তোয়াক্কা করে নয়,

তখন তা আপনার অন্তরের উপস্থিতি ও যাবতীয় কল্যাণ লাভের পথে সমূহ প্রতিবন্ধক দূরীকরণে প্রধান সহায়ক হয়ে থাকবে।

ইবনে মরদুওয়াই এর তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার মত আয়াত হযরত সুলাইমান ছাড়া অন্য কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতটি হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'।' হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন পূর্ব দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, বায়ু মণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে যায়, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত হয়ে উঠে, জন্তুগুলো কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে, আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তানকে বিতাড়ন করে এবং বিশ্বপ্রভু স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেনঃ 'যে জিনিসের উপর আমার এ নাম নেওয়া যাবে তাতে অবশ্যই বরকত হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, দোযখের ১৯টি দারোগার হাত হতে যে বাঁচতে চায় সে যেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে। এতেও ঘটেছে ১৯টি অক্ষরের সমাবেশ।

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিমের তাফসীর ও মুসনাদে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন তখন বলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! বলুন –

اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আবার বলুনঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উদ্দেশ্য ছিল যেন উঠা, বসা, পড়া, খাওয়া সব কিছুই আল্লাহর নামে আরম্ভ হয়।

اَللّٰهُ শব্দের তাহকীক

اَللّٰهُ বরকত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই اِسْمِ اَعْظَمْ কেননা, সমুদয় উত্তম গুণের সঙ্গে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছেঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ * هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

অর্থাৎ 'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, তিনি প্রকাশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড়ই মেহেরবান, পরম দয়ালু। তিনি এমন উপাস্য যে, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, তিনি বাদশাহ, পবিত্র, নিরাপত্তা প্রদানকারী, আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা, প্রবল মহাপরাক্রম গর্বের অধিকারী, সুমহান। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র। তিনি সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবন কর্তা, রূপশিল্পী তাঁরই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে, তিনি মহান পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' (৫৯ঃ ২২-২৪)

এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ছাড়া অন্যান্য সবগুলোই গুণবাচক নাম এবং ওগুলো 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্যে পবিত্র ও উত্তম নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে ঐসব নাম ধরে ডাক।'

(ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)

"পরম করুণাময় অতি দয়ালু।"

রহমত থেকে উদ্ভুত গুণবাচক দু'টি নাম। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর অর্থবহ। যেমন, সর্বজ্ঞ ও অতি জ্ঞানী।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এ গুণবাচক নাম দু'টি অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম অর্থাৎ অধিক রহমত সম্পন্ন।

। যেমন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই চাও ডাকো, তাঁর জন্যে বেশ ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।' ১৭:১১০)

হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ 'রাহমান নামটি অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। ওটা স্বয়ং আল্লাহর নাম। এ নামের উপর লোকের কোন অধিকার নেই।'

يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا হাদীসের একটি দু'আর মধ্যে এ ভাবেও এসেছে। 'রাহমান' নামটি আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারও এ নাম হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছেঃ 'আল্লাহকে ডাকো বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই চাও তাঁকে ডাকতে থাকো। তাঁর অনেক ভাল ভাল নাম রয়েছে।' অন্য একটি আয়াতে আছেঃ

وَ سْـئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ *

অর্থাৎ 'তোমার পূর্ববর্তী নবীগণকে জিজ্ঞেস কর যে, রাহমান ছাড়া তাদের কোন মা'বুদ ছিল কি যার তারা ইবাদত করতো?' (৪৩: ৪৫)

তবে মানুষের নাম রহিম রাখাতে কোন সমস্যা নাই।

'রাহীম' বিশেষণটির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * (৯:১২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে (সঃ) رَحِيمٌ বলেছেন।

৯:১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

এভাবেই তিনি স্বীয় কতগুলি নাম দ্বারা অন্যদেরকেও স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * (৭৬: ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيعٌ ও بَصِيرٌ বলেছেন। মোটকথা এই যে, আল্লাহর কতগুলো নাম এমন রয়েছে যেগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের উপরও হতে পারে এবং কতগুলো নাম আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহৃত হতেই পারে না। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালেক এবং রাজ্জাক ইত্যাদি। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', অতঃপর ওর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন।

Surah Al Fatihah

1 : 2/7

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

N P PN N N

'Al-Hamdu Lillahi Rabbi Al-'Ālameena

[ ] Red-Color ব্রাকেট দেখলে আমরা বুঝবো শব্দগুলো ভাবার্থে আছে, শব্দার্থে নাই।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য , [যিনি] সমুদয় সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the 'Alamin.

Word No.

- 5 / 5 ➤ الْحَمْدُ – All (praises and thanks) – (যাবতীয় / সকল প্রকার প্রশংসা ও ধন্যবাদ)
- 6 / 6 ➤ لِلّٰهِ = (اللّٰه + لِ) = (be) to Allah – (আল্লাহর জন্য)
- 7 / 7 ➤ رَبِّ – the Lord – (পালনকর্তা , প্রভু)
- 8 / 8 ➤ الْ عَالَمِينَ – of the universe – (সমগ্র সৃষ্টি জগতের , সমগ্র বিশ্ব-জাহানের , পৃথিবী সমূহের)
  - عَالَم – ('Alam) – Singular – একবচন – পৃথিবী, বিশ্ব-চরাচর

- বান্দা যখন বলে:
- (ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢) [الفاتحة: ٢]
- “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।”

আল্লাহ তা‘আলা তখন বলেন: حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ
(আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর জন্যে, তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়, সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেউ হোক না কেন। কেননা, সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারি না এবং তার মালিক ছাড়া কারও সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্যে তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নিয়ামত দান করেছেন। অতঃপর ইহলৌকিক অসংখ্য নিয়ামত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। এটা একটা প্রশংসামূলক বাক্য। আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেনঃ তোমরা বল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।'

কিভাবে প্রশংসা করবেন?

সুনান-ই-ইবনে
মাজাহ্র মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করলোঃ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ قَدِيْمِ سُلْطَانِكَ

এতে ফেরেশতাগণ পুণ্য লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নিকট আরয করলেনঃ আপনার এক বান্দা এমন একটা কালেমা পাঠ করেছে যার পুণ্য আমরা কি লিখবো বুঝতে পারছি না।' বিশ্ব প্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সে কী কথা বলেছে?' তাঁরা বললেন যে, সে এই কালেমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ 'সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দেবো।'

رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

সর্বময় কর্তাকে 'রব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার জন্যে এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। 'রব' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে না।

[সূরা মারিয়াম, ১৯:৯৩-৯৫]

৯৩. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে।	إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ﴿٩٣﴾
৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।	لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং কিয়ামতের দিবস তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।	وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ﴿٩٥﴾

رب এর অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, নিয়ন্তা। العالمين একবচনে العالم মহান কল্যাণময় আল্লাহ বাদে সব কিছুকে 'আলম নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ বাদে প্রত্যেক বাদশাহ, নবী, মানুষ, জিন্ন ইত্যাদি প্রতিপালিত, বশবর্তী, নিয়ন্ত্রিত, ফকীর ও মুখাপেক্ষী। সবই এক মহান সত্তার প্রতি সম্পর্কিত –এতে তার কোনো শরীক নেই। তিনিই একমাত্র পরমুখাপেক্ষীবিহীন সত্তা এবং তাঁরই প্রতি সর্ব বিষয় সম্পর্কিত।

Surah Al Fatihah

1 : 3/7

ٱلرَّحِيمِ ٱلرَّحْمَٰنِ

ADJ ADJ

Alr-Rahmāni Alr-Raheemi

[যিনি] পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময় ।

Most Gracious, Most Merciful.

Word No.

9 / 9 ➤ الرَّحْمـن – The Most Gracious – (পরম দয়ালু / অতীব মেহেরবান)

10 / 10 ➤ الرَّحيم – the Most Merciful – (অতিশয় করুণাময়)

এ ২টি শব্দই 'রহমত' থেকে নেয়া হয়েছে । অর্থের দিক থেকে ২টি মুবালাগা / আধিক্য রয়েছে । তবে রহীমের চেয়ে রহমানের বেশী । রহমান বা দয়া যা সমগ্র জাহানে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ও যা সৃষ্টি হবে , সে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এবং রহমান শব্দ আল্লাহ্র 'যাতের' জন্য নির্দিষ্ট , কোন সৃষ্টিকে 'রহমান 'বলা চলে না । আবু ইবনে ফারসী বলেন যে, 'রহমান' সর্ব প্রকার দয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং যা শুধু আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে আর রহীমের সম্পর্ক শুধু মুমিনদের সাথে। কারন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ ' তিনি মুমিনদের প্রতি দয়ালু।' আল্লামা ইবনে জারীরের মতে এবং পূর্ববর্তী যুগের সালফে সালেহীন বা আলেমের তাফসীর হতে জানা যায় , রহমান অর্থ হল দুনিয়া ও আখিরাতের দয়া প্রদর্শনকারী এবং রহীম শুধু আখিরাতের রহমকারী ।

- যখন বান্দা বলে:
- ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣﴾ [الفاتحة: ٣]
- "পরম করুণাময় অতি দয়ালু।"

তখন আল্লাহ বলেন: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ

(আমার বান্দা আমার গুণগান করলো।)

২। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়।

٢- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর বিশেষণের পর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ * وَ اَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ *

অর্থাৎ 'আমার বান্দাগণকে সংবাদ দাও যে, আমি ক্ষমতাশালী ও দয়ালু এবং আমার শাস্তিও বেদনাদায়ক।' (১৫ঃ ৪৯-৫০) তিনি আরও বলেছেনঃ 'তোমার প্রভু সত্বরই শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীলও বটে।'

Surah Al Fatihah

1 : 4/7

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

N N N

Māliki Yawmi Ald-Deeni

[যিনি] বিচার দিনের মালিক ।

Master of the Day of Judgment.

Word No.

11 / 11 ➤ مَـالِكِ – (The) Master – (মালিক)

12 / 12 ➤ يَوْمِ – (of the) Day – দিনে (র)

13 / 13 ➤ يَوْمِ الدِّينِ – (the) Day Of Judgment – (বিচার / প্রতিফল দিনের)

- যখন বান্দা বলে:
- ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ [الفاتحة: ٤]
- ‘‘প্রতিফল দিবসের মালিক।’’

তখন আল্লাহ বলেন: مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ
(আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করলো।)

এখানে দ্রষ্টব্য যে, আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের প্রথম সূরার একই স্থানে যেভাবে উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ ও মুলকের বা আধিপত্যের উল্লেখ করেছেন, সেভাবে কুরআনের শেষ সূরায় এগুলোর উল্লেখ করে তিনি বলেন:

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣﴾ [الناس: ١، ٣]

“বলুন (হে রাসূল) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা‘বুদের।” [সূরা আন-নাস, আয়াত: ১-৩]

মহান কল্যাণময় আল্লাহ কুরআনের প্রথম দিকে এক স্থানে তাঁর এ তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন, আবার এ গুণাত্রয় কুরআনের শেষাংশে এক স্থানে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার উচিৎ এ স্থানদ্বয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা এবং এ সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনায় সচেষ্ট হওয়া।

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

সূরা ইন্‌ফিতার ৮২

১৭. প্রতিদান দিবস কি তা কি তুমি জানো?

১৮. অতঃপর বলিঃ প্রতিদান দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ?

১৯. সেদিন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করার অধিকার রাখবে না এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾

ثُمَّ مَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ط وَالْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

مَلِكِ

- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[الجن: ١٨] (وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨)

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

[الاسراء: ٥٧] (أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ)

"তারা যাদের আহ্বান করে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতম হতে পারে।'' [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭]

- তিনি আরো বলেন:

[الرعد: ١٤] (لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ)

"সত্যের আহ্বান তাঁরই, যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে তাদের কোনোই সাড়া দেয় না ওরা।'' [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১৪]



Surah Al Fatihah
1 : 5/7
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
PRON V CONJ PRON V
'Iyyāka Na'- budu Wa 'Iyyāka Nasta-'eenu
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
You [Alone] we worship, and You [Alone] we ask for help.
Word No.
14 / 14 إِيَّا كَ – You Alone – (একমাত্র তোমারই)
15 / 15 نَعْبُدُ – we worship,– (আমরা ইবাদত করি)
16 / 16 وَإِيَّاكَ – and You Alone – (এবং শুধুমাত্র তোমারই)
17 / 17 نَسْتَعِينُ – we ask for help. – (আমরা সাহায্য চাই / প্রার্থনা করি)
পাশাপাশি Word এর সাথে Color Match করে (Arabic – English – Bangla)
প্রতিটা শব্দের ভিতরে Root word / Pronoun / Singular / Plural /
Conjunction / Preposition ইত্যাদি identify করে মিলিয়ে পড়ুন ।

- যখন বান্দা বলে:
- ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾ [الفاتحة: ٥]
- "আমরা তোমারেই ইবাদাত করি এবং তোমারেই কাছে সাহায্য চাই।"

তখন আল্লাহ বলেন:

هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ

(এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে।)

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ

ইবাদাতে কেবল তোমারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি।

এর অর্থ: আপনি আপনার রবের সাথে ওয়াদা ও চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, আপনি তাঁর সাথে তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক করবেন না, হোক না সে ফিরিশতা বা নবী বা অন্য কেউ।
যেমন, সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٨٠﴾ [آل عمران: ٨٠]

“এবং সে তোমাদের নির্দেশ দেয় না যে, তোমরা ফিরিশতা ও নবীগণকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নাও। তোমরা মুসলিম হবার পর সে কি তোমাদের কুফুরী শিখাবে?’’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮০]

নিজেকে পরিশুদ্ধ করুন

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সত্বেও তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত (১২:১০৬)

- আল্লাহ্‌র fq, fvjevmv I আল্লাহ্‌কে cvIqvi A`ম্য প্রচেষ্টা Aব্যাnZ রাখুন|
- আল্লাহ্‌র cwZ GKwbô হয়ে, gwZcRvi AcweÎZv eRb করে, wkiK, Kdi I we`vqvZ cwiত্যাM করতে হবে |
- Rvbv-ARvbv, ‡QvU-eo, সকল ¸নাহের Rন্য wbqwgZ ZIev I BmwZMdvi Kib|
- fqfxwZ cwinvi করে mwত্যKvi mvnmx I Dদ্যgx gmwjg ‡nvb|
- আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। **তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন**। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।"*

তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই), তা তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।"

* তিরমিযী ২৫১৬ (তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০

Surah Al Fatihah

1 : 6/7

ٱلْمُسْتَقِيمَ	ٱلصِّرَٰطَ	ٱهْدِنَا
ADJ	N	PRON V

'Ihdinā Als-Sirāta Al-Mustaqeema

আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন কর ,

Guide us to the straight path,

Word No.

- 18 / 18 ➤ اهدنـــا – Guide us – (আমাদেরকে প্রদর্শন কর)
- 19 / 19 ➤ الصراط – (*to*) the path / way – (পথ)
- 20 / 20 ➤ ال مُستقيم – the straight – (সরল , সঠিক , সোজা)

Surah Al Fatihah

1 : 7/7

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

صِرَٰطَ	ٱلَّذِينَ	أَنۡعَمۡتَ		عَلَيۡهِمۡ	
N	REL	V	PRON	P	PRON

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

غَيۡرِ	ٱلۡمَغۡضُوبِ	عَلَيۡهِمۡ		وَلَا		ٱلضَّآلِّينَ
N	N	P	PRON	CONJ	NEG	N

'Sirāta Al-Lazeena 'An-'amta 'Alay-him
Gayri Al-magdoubi 'alayhim wa lad -dâlleena

তাঁদের পথ - যাদের প্রতি তুমি নেয়ামত দান করেছো
তাদের ব্যতীত - যাদের প্রতি গযব এসেছে, এবং তাদের ও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

The path of those upon whom You have bestowed favor,
not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray.

Surah Al Fatihah

Word No.

21 / 21 ➤ صِرَاطَ – (The) path – [(তাঁদের) পথ]

22 / 22 ➤ الَّذِينَ – (of) those – (যাঁদেরকে)

23 / 23 ➤ أَنْعَمْ تَ – You have bestowed (Your) Favors
– (তুমি নেয়ামত / অনুগ্রহ দান করেছো / পুরস্কৃত করেছো)

24 / 24 ➤ عَلَيْ هِمْ – on them, – (তাঁদের উপর / প্রতি)

25 / 25 ➤ غَيْرِ – not (of) – (ব্যতীত , ছাড়া , বাদে)

26 / 26 ➤ الْمَغْضُوبِ – those who earned (Your) Anger
– (যাদের উপর গযব পড়েছে / যারা ক্রোধ অর্জন করেছে)

27 / 27 ➤ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ – those who earned (Your) Anger on themselves
– (যাদের উপর / প্রতি গযব পড়েছে / যারা ক্রোধ অর্জন করেছে তাদের নিজেদের প্রতি)

28 / 28 ➤ وَلَا – and not – (এবং না , নহে)

29 / 29 ➤ الضَّالِّينَ – (of) those who go astray.
– (যারা পথভ্রষ্ট, গোমরাহ হয়েছে)

- অতঃপর যখন বান্দা বলে:
- (ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧) [الفاتحة: ٦، ٧]
- ‘‘আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি নি‘আমত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।’’

- তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

هَذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ

(এসব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।)

সহীহ মুসলিম (আস-স্বলাত); আবু দাউদ (আস-স্বলাত); তিরমিযী (তাফসীরে কুরআন) এবং নাসাঈ (আল-ইফতেতাহ)।

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

আল্লাহ তা‘আলা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামক বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় রাসূল (সা:) এর ওপর অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলেন:

(وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا) [الفتح: ٢]

“(যাতে তোমার) রব তোমাকে সিরাতে মুস্তকীমের পথে পরিচালিত করেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২]

এখানে الهداية বলতে তাওফীক ও পথ প্রদর্শন বুঝনো হয়েছে।

বান্দার পক্ষে উচিৎ উপরোক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সিরাতে মুস্তাকীমের প্রতি হিদায়াতের মধ্যে ফলপ্রসূ জ্ঞান ও নেক আমল অন্তর্ভুক্ত, যাতে বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত এর ওপর সঠিকভাবে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং নামাযে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি?

ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবুলের জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ্ পাক কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ
الْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর, সেই কিতাবের উপর যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ সমুদয় কিতাবের উপর যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, এ সব কিছুর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর।' (৪ঃ ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান্ আনয়নের নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার উপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে।

৬। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন;

٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬

তুমি যাদের ওপর নি‘আমত দান করেছ” -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা–এ আয়াত পেশ করেন:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا
[النساء: ٦٩]

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে ঐসব লোকের সাথী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল নেক বান্দাগণ। আর তাদের সান্নিধ্য কতই উত্তম। [সূরা আন-নিসা, :৬৯]

৭। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ ۝

অনেক লোকের অবস্থা হলো, তারা যখন তাফসীরে দেখে ইয়াহূদীরা গযবপ্রাপ্ত আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, তখন সেই জাহেল লোকদের ধারণা হয় যে, উপরোক্ত গুণাবলী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং এ কথাও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন যেন তারা এ দো‘আ করে এবং উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আমি......ন

উল্লেখ্য যে, আমীন শব্দটি সূরা আল-ফাতিহা-এর অংশ নয়। এটি দো‘আর ওপর সমর্থন সূচক শব্দ। এর অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর।’ জাহেল লোকদের এ বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য, যাতে তারা এ ধারণা পোষণ না করে যে, এ শব্দটি আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মুসনাদ-ই- আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ইয়াহূদীদের আলোচনা হলে তিনি বলেনঃ ‘আমাদের তিনটা জিনিসের উপর ইয়াহূদীদের যতটা হিংসা বিদ্বেষ আছে ততোটা হিংসা অন্য কোন বস্তুর উপর নেই। (১) জুমআ, আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতি হিদায়াত করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন এবং তারা এ থেকে ভ্রষ্ট রয়েছে। (২) কিবলাহ্ এবং (৩) ইমামের পিছনে আমাদের আমীন বলা।

অর্থগত শিক্ষা

বিসমিল্লাহ ও সূরা আল ফাতিহার শিক্ষণীয় বিষয়

১. প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে আমাদেরকে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। মন্দ কাজে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হারাম।

২. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণজনক বিষয়গুলো আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। তবে সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা সদা-সর্বদা চাইতে হবে, তাহলো 'হিদায়াত' তথা পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জ্ঞান, যোগ্যতা, পথ ও পন্থা, শক্তি ও সাহস এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠা।

প্রতিদিন 'সালাত' তথা নামাযের প্রতিটি রাক্‌য়াতে সূরা ফাতিহা পাঠের বাধ্য বাধকতার মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি।

৩. পার্থিব জীবনেও কারো কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তা চাইতে হবে শালীন ভাষায়। প্রথমে দাতার মধ্যকার বিদ্যমান গুণাবলীর প্রশংসাসূচক কথা বলতে হবে। অতপর তাঁর কাছে প্রার্থীত বিষয় পেশ করতে হবে।

তত্ত্বগত শিক্ষা (২ এর ১)

(শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওহহাব রহ. সূরা ফাতিহা থেকে চয়ন করেছেন)

১- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُএতে আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত হয়েছে।

২- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَএতে রাসূলের আনুগত্যের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।

৩- দীনের তিনটি রুকন রয়েছে। ভালোবাসা, আশা ও ভয়। প্রথম আয়াতে রয়েছে ভালোবাসা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে আশা, আর তৃতীয়টিতে রয়েছে ভয়।

৪- অধিকাংশ মানুষ প্রথম আয়াতের অর্থ জানা না থাকার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় হামদ (প্রশংসা) ও যাবতীয় রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব কেবল জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

৫- প্রথম যারা নি'আমতপ্রাপ্ত তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, প্রথম যারা রোষাণলে পড়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সম্পর্কে জানা।

৬- নি'আমতপ্রাপ্তদের উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক তাদের সম্মানিত করা ও প্রশংসা করা হয়েছে।

৭- রোষাণলপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের উল্লেখ কারার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অপার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির বিষয়টি প্রকাশ লাভ করল।

তত্ত্বগত শিক্ষা (২ এর ২)

(শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওহহাব রহ. সূরা ফাতিহা থেকে চয়ন করেছেন)

৮- সূরা ফাতেহা হচ্ছে দো‘আ, তবে এর সাথে সাথে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ তা‘আলা অমনোযোগী অন্তর থেকে দো‘আ কবুল করেন না।

৯- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এ আয়াতাংশের মাধ্যমে ইজমা‘ তথা উম্মতের ঐকমত্য যে প্রমাণ তা সাব্যস্ত হলো।

১০- উক্ত বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে যদি তার নিজের ওপর ন্যস্ত করা হয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১- এ আয়াতসমূহে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১২- এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে শির্ক অসার বিষয়।

১৩- এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে বিদ‘আতের অসারতা প্রমাণিত হলো।

১৪- সূরা আল-ফাতিহার কোনো একটি আয়াত যদি কেউ ভালোভাবে জানে তবে সে ফক্বীহ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এর প্রতিটি আয়াত নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সবচেয়ে বেশি জানেন।

পরিশেষে, দুরুদ ও সালাম জানাই

- আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
- তাঁর পরিবারবর্গ ও
- সাহাবীগণের প্রতি।

اٰياتها ٧ ١ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ٥ رکوعها ١

Surah Al-Fatiha

①	الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللّٰهِ	بِسْمِ
1	the Most Merciful.	the Most Gracious,	(of) Allah,	In (the) name
لا ②	الْعٰلَمِيْنَ	رَبِّ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ
2	of the universe	the Lord	(be) to Allah,	All praises and thanks
مٰلِكِ	لا ③	الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	
(The) Master	3	the Most Merciful.	The Most Gracious,	
اِيَّاكَ	ط ④	الدِّيْنِ	يَوْمِ	
You Alone	4	(of the) Judgment.	(of the) Day	
ط ⑤	نَسْتَعِيْنُ	وَاِيَّاكَ	نَعْبُدُ	
5	we ask for help.	and **You** Alone	we worship,	

1. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
2. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe.
3. The Most Gracious, the Most Merciful.
4. The Master of the Day of Judgment.
5. **You** Alone we worship, and **You** Alone we ask for help.

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক,
২. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান,
৩. তিনি বিচার দিনের মালিক।
৪. (হে প্রভু,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।
৫. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও-

Suratul Fatiha p-2

٦ لا	الْمُسْتَقِيمَ	الصِّرَاطَ	اِهْدِنَا
6	the straight.	(to) the path,	Guide us
	أَنْعَمْتَ	الَّذِينَ	صِرَاطَ
	You have bestowed (**Your**) Favors	(of) those	(The) path
	الْمَغْضُوبِ	غَيْرِ	عَلَيْهِمْ لا
	those who earned (**Your**) wrath	not (of)	on them,
٧ ع	الضَّالِّينَ	وَلَا	عَلَيْهِمْ
7	(of) those who go astray.	and not	on themselves

6. Guide us to the straight path.

7. The path of those on whom **You** have bestowed **Your** Favors, not the path of those who earned **Your** wrath, and not of those who go astray.

৬. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো,

৭. তাদের (পথ) নয়, যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

Book Reference

Page – 1/2

For Translation (অনুবাদ)

*** “ Bengali – Translation ” by :

[Mareful Quran / Ibn Kathir / Yusuf Ali / Tafhimul Quran / Fee Zilzal Quran / Dr. Zohurul Hoque]

এই অনুবাদ গুলোর সমন্বয়ে কুর'আনের প্রতিটা আরবি শব্দের অর্থকে ঠিক রেখে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে
যাতে কোন শব্দের অর্থ বাদ না পড়ে , এবং যেটা সবচেয়ে সহজবোধ্য । তবে যেসব ক্ষেত্রে কুর'আনের শাব্দিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে অনুবাদগুলিতে আছে সেটা নেওয়া হয়েছে । কারণ বিখ্যাত যেসব অনুবাদক অনুবাদ করেছেন সেখানে কিছু শব্দের অর্থ আছে যেগুলি অনুবাদকরা উহ্য / Silent রেখে ভাবার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বাক্যের পুর্ণতা রক্ষার্থে আবার অনেক নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন মানুষের সহজার্থে যা কুর'আনে সরাসরি বলা নেই কিন্তু ভাবার্থে আছে । যে কারণে শব্দের অর্থ খুঁজতে গেলে আমরা পাইনা , কিছু হয়তো মিলানো যায় তবে বেশীর ভাগি ভাবার্থের মধ্যে লুকানো থাকে । যেহেতু এটা শব্দার্থে কুর'আন সুতরাং কোন শব্দকে বাদ না রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে ভাবার্থের কোন শব্দ অর্থ্যাৎ যা কুর'আনে সরাসরি বলা নেই কিন্তু ভাবার্থে আছে সেগুলিকে ব্রাকেট [ ] এর মধ্যে রাখা হয়েছে । যাতে আমরা সহজে প্রতিটা শব্দের অর্থ কে মিলিয়ে পড়তে পারি এবং নিশ্চিত হতে পারি প্রতিটা শব্দের অর্থ। কারণ আমরা শব্দের অর্থ না জানার কারণে অনেকেই আছি কোন অনুবাদকের অনুবাদ পড়লে মনে করি এখানে যা আছে সবটুকুই আল্লাহ্ বলেছেন সরাসরি কুর'আনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা না, এজন্য ব্রাকেট দেখলেই আমরা বুঝতে পারব এটা সরাসরি আল্লাহ্ বলেননি কিন্তু ভাবার্থে আছে । আল্লাহর বাণী আর মানুষের চিন্তা থেকে আসা ভাবার্থ যেন আমরা মিশিয়ে না ফেলি এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ।

*** “ English - Translation ” by :

[Sahih International / Yusuf Ali / Pickthell / Shakir / Mohammad sarwar
Mohsin Khan / Arberry]

এই অনুবাদ গুলোর সমন্বয়ে সহজবোধ্য একটি ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে ।

Book Reference

Page – 2/2

For Word Meaning (শব্দার্থ)

*** *Bengali Tafsir*

তাফসিরে মা'আরেফুল কুর'আন [হজরত মওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি' (রহঃ)] অনুবাদ : মওলানা মুহিউদ্দিন খান
তাফসিরে ইবনে কাসীর [হাফেজ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর (রহঃ)] অনুবাদ : ডঃ মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান]
ফী - যিলাযিল কুর'আন – সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহঃ)
তাফহীমুল কুর'আন – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)

*** *English Tafsir :*

www.quran4u.com [By Ibn Kathir]

*** *Advanced English Tafsir* [Language Research type]

www.linguisticmiracle.com [By Nouman Ali Khan – DREAM Tafseer]
http://corpus.quran.com/ [Arabic Quran language Research Group from University Of Leeds]

*** *Dictionary :* (Arabic to English)

1) LEXICON By Edward William Lane 2) Classic Arabic dictionary By Abdul Mannan Omar 3) By Abdul Karim Parekh

*** *Word for Word Quran* (Arabic to English)

1) Dr. Shehnaz shaikh / Mr. kausar khatri 2) Mohammad Mohar Ali 3) Sheikh Abdul Karim Parekh

*** *Font Collection :* http://corpus.quran.com/

................And more other websites................